"শেখ হাসিনার বারতা
নারী-পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা- সেল
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত "কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি এর ১ম সভার কার্যবিবরণী।

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | কাজী রওশন আক্তার<br>সচিব<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| তারিখ | : | ১৭/০১/২০২১ |
| সময় | : | বিকাল ৩.০০ ঘটিকা |
| স্থান | : | মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩২৪, ভবন-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) |

২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে দেয়া হলো।

৩.১ সভাপতি উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন নারীর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এ ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতাই মূখ্য। বর্তমানে বাংলাদেশেও নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অনেক কাজ হচ্ছে। তবুও সারাদেশে বিভিন্নভাবে নারী ও শিশুর প্রতি অপরাধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে এ কমিটি নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে আরো কিকি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সেটি আলোচনা করা যেতে পারে এবং চলমান কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থাকে জোরদার করার বিষয়েও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান জেলা, উপজেলা পর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহকে পরিবীক্ষণ করে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়াও তিনি বলেন, নির্যাতনের কারণসমূহ আগে চিহ্নিত করতে হবে এবং বিদ্যমান আইন, বিধি, নীতিমালার কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন থাকলে সেটাও চিহ্নিত করতে হবে।

৩.২ এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সদস্য জনাব ফরিদা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান যে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ৬৭টি), 109- টোল ফ্রি হেল্প লাইন প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা সার্ভিস প্রদান করছে। তাছাড়াও জয় মোবাইল এ্যাপস্‌ও চালু রয়েছে-যার মাধ্যমে ভিকটিম দ্রুততম সময়ে ২জন বন্ধু/ আত্নীয়সহ সরাসরি পুলিশের সাহায্য পেতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি জয় এ্যাপস্‌ সহ সকল সার্ভিসের জন্য ব্যাপক প্রচারনা করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। এছাড়াও নিয়মিত সকল কার্যক্রমকে মনিটরিং করার লক্ষ্যে একটি ছোট আকারে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা যেতে পারে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি আরো জানান যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর ৮নং আইনে নতুনধারা ৩২(ক)-এর সন্নিবেশ করে সংশোধিত আইনে ভিকটিমের পাশাপাশি সন্দেহভাজনকেও DNA টেস্টের আওতায় আনা হয়েছে।

৩.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব সাবিরুল ইসলাম বলেন যে, বর্তমানে বিভাগীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি নূন্যতম ৩ মাসে ১ বার সভার আয়োজন করতে পারে। তিনি নির্যাতনের ক্ষেত্রে মামলা, বিচারাধীন বিষয়গুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে ভিকটিমকে আইনি সহায়তাসহ নানাবিধ সহায়তা করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন নারী ও শিশু নির্যাতনের বিষয়ে কতটি মামলা চলমান রয়েছে সে বিষয়ে তথ্য প্রেরণের জন্য "ছক" অনুযায়ী বিচার বিভাগকে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি যুগ্মসচিব জনাব বশিরুল আলম এ বিষয়ে একজন বিচারক এবং পিপি কে এই কমিটিতে কো-অপ্ট করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন।

৩.৪ সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব সাইফুল্লাহ (special crime management) জানান যে, মামলার রায়ে ৯৫% খালাস পেয়ে যাচ্ছে, প্রসিকিউশন পর্যায়ে সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নানারকম সমস্যার কারণে সাক্ষীদের সুরক্ষা নিরাপত্তার বিষয়টিও এর সাথে যুক্ত বলে তিনি জানান। তিনি আরো জানান বেশিরভাগ বাদীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা না থাকায় স্বাক্ষীদেরকেও হাজির করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য সুবিচার নিশ্চিতকরণে স্বাক্ষীদের আর্থিক ভাতা বা প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করেন। তিনি আরো জানান যে, মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতিটি থানায় একটি সার্ভিস ডেস্ক চালু করা হয়েছে। এছাড়াও পুলিশ হেল্প লাইন ৯৯৯, আইজিপি এর বরাবরে সরাসরি অনলাইন কমপ্লেইন সেল রয়েছে।

৩.৫ জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম এর সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি বলেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্যাতনের কেসগুলো সালিশির মধ্য দিয়ে শেষ হয়। আবার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ২০ নং ধারার ৩ উপধারায় ১৮০ দিনের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করার কথা থাকলেও তা দীর্ঘসূত্রিতার কারণে শেষ হয়না। আবার তদন্ত প্রতিবেদন দেয়ার ক্ষেত্রেও পুলিশের সহযোগিতার তীব্র অভাব লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উপজেলা, জেলা ও পুলিশ বিভাগের নিকট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে ৩ মাস অন্তর রিপোর্ট- (কতটি মামলা হয়েছে, মামলার নিষ্পত্তি কোন পর্যায়ে রয়েছে, কতগুলো মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে) চেয়ে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। এ প্রসংঙ্গে সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেন মামলা সংক্রান্ত তথ্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠিত বিভাগীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

৩.৬ মহিলা পরিষদের প্রতিনিধি জনাব মালেকা বানু বলেন নারীর মর্যাদাবৃদ্ধিসহ পারিবারিক সহিংসতা ও সুরক্ষা আইনটাকে আরো কার্যকর করার উদ্যেগ গ্রহণ করা যেতে পারে। পাশাপাশি জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হলে বাল্যবিবাহের পরিমান কমে যাবে বলেও মত প্রকাশ করেন। তিনি সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সেল্টার হোম কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার কথা বলেন।

৩.৭ আইন ও শালিস কেন্দ্রের প্রতিনিধি সিনিয়র আইনজীবী সেলিনা আক্তার বলেন যে সমস্ত সার্ভিস যেমন, ওসিসি, 109, জয় মোবাইল এ্যাপস্, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কমিটিকে pro active, ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার এর কার্যক্রম এবং কমপ্লেইন্ট কমিটির কার্যক্রমকে আরো জোরদারকরনসহ ব্যাপক প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

৩.৮ নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর প্রকল্প পরিচালক বলেন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মাল্টিসেক্টরাল ৮ ধরণের সেবা প্রদান করে। তিনি এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি প্রস্তাবনা দেন যেমন: (১) থানায় হেল্পডেস্ক এ একটি আলাদা রেজিষ্টার রাখা যেতে পারে (২) ডিসি, এসপি- অফিস থেকেও ১০৯ ও জয় অ্যাপস সম্পর্কে প্রচারণার অনুরোধ করা যায় (৩) সামগ্রিক কর্মকান্ড সমন্বয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ে একজন ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ (৪) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কর্মকৌশল নির্ধারন (৫) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আইন, বিধি, নীতিমালাসহ যাবতীয় বিষয়াবলীকে "তথ্য আপা" প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সকলকে অবহিতকরণ (৬) জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা।

৪। <u>বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়ঃ</u>

| ক্রম | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|
| ১. | প্রতি ৩ মাস অন্তর "কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি" এর সভা আয়োজন করতে হবে। | সেল অধিশাখা |
| ২. | Action Plan এর জন্য অবিলম্বে ৯ থেকে ১১ সদস্যর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। | সেল অধিশাখা / নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম |
| ৩. | জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে Monitoring and evaluation framework তৈরী করা হয়েছে সেই framework –এর একটি review মিটিং করা যেতে পারে। | নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম |
| ৪. | "তথ্য আপা" প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে সকলকে বিভিন্ন আইন সম্পর্কে অবহিত করা যেতে পারে। | সেল অধিশাখা/ প্রকল্প পরিচালক, তথ্য আপা প্রকল্প। |
| ৫. | Occ, 109, জয় মোবাইল এ্যাপস্ সহ সকল ধরণের সেবার জন্য ব্যাপক প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, তথ্যআপা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমাতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম |
| ৬. | প্রতিটি থানার হেল্প ডেস্কে নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতন সংক্রান্ত একটি আলাদা রেজিস্টার রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। | জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। |
| ৭. | নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রম হতে সংগৃহীত মামলার বিবরন সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ (নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী) | সেল অধিশাখা/ নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম |
| ৮. | বাল্যবিবাহ নিরোধসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর মাঠ পর্যায়ের একজন ফোকাল পার্সন নির্ধারণ করতে হবে। | মবিঅ |

৫। সভাপতি সিনিয়র সচিব এ প্রসঙ্গে বলেন, মূলত নারীর ক্ষমতায়নই পারে নির্যাতনের মাত্রাটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে। পাশাপাশি তিনি মূল্যবোধকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জনান। অত:পর সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/০২/২০২১

কাজী রওশন আক্তার
সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নং-৩২.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৫৮.২০-৭৫ তারিখ: ০২/০৩/২০২১ ইং

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত **"কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি"** এর ১ম সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব / সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়
০২। সিনিয়র সচিব / সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
০৩। সিনিয়র সচিব / সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
০৪। সিনিয়র সচিব / সচিব, অর্থ বিভাগ , অর্থ মন্ত্রণালয়
০৫। সিনিয়র সচিব / সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৬। সিনিয়র সচিব / সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
০৭। সিনিয়র সচিব / সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
০৮। সিনিয়র সচিব / সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
০৯। সিনিয়র সচিব / সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১০। সিনিয়র সচিব / সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১১। সিনিয়র সচিব / সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
১২। সিনিয়র সচিব / সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
১৩। সিনিয়র সচিব / সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৪। সিনিয়র সচিব / সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৫। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা
১৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৭। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
১৮। মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,ঢাকা
১৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি,ঢাকা
২০। নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা
২১। যুগ্ম সচিব (শিশু ও সমন্বয়),মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২২। প্রকল্প পরিচালক, নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৩। উপসচিব (সেল), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৬। নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
২৭। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
২৮। সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু এ্যাডভোকেসি ফোরাম
২৯। নির্বাহী পরিচালক, শিশু উন্নয়ন ফোরাম
৩০। প্রোগ্রামার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা

০২/৩/২০২১
( মোঃ রেজাউল হক )
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০১০৭

অদ্য ১৭/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য "কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির" প্রথম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

| ক্রমিক | কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল | ফোন/মোবাইল /ই-মেইল | স্বাক্ষর ও তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১. | | | |
| ২. | জ্যোতি লাল রবি<br>উপাচার্য | dgbsa64@gmail.com | ১৭.০১.২০২১ |
| ৩. | দরিদ্রা পারভীন<br>অতিরিক্ত সচিব<br>মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ০২৫৫২-৬২০২০৮<br>mona.parvin@yahoo.com | ১৭/০১/২০২১ |
| ৪ | মোঃ শুহিবুল আলম<br>যুগ্মসচিব, MOWCA | | ১৭/০১/২০২১ |
| ৫. | ব.কে. এম. আইয়ুব আকবর<br>যুগ্মসচিব ও পিটি (প্রঃ) [illegible] MOWCA | ০১৭২০৬৬৬০০৩ | ১৭/১/২১ |
| ৬. | মাকসুদা নূর<br>নির্বাহী পরিচালক, প্রবাস | 01926213579<br>mnoqsuna@gmail.com | ১৭.১.২০২১ |
| ৭. | [illegible] | 01716715667 | ১৭.০১.২০২১ |
| ৮ | মোঃ রফিকুল আলম<br>যুগ্মসচিব, জাতিসংঘ বিভাগ, | ০১৭১৫৭৮২৬০২ | ১৭.১.২০২১ |
| ৯ | মোঃ সাইফুল আলম<br>অতিরিক্ত পুঃ মঃ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স | 01320001372 | 17.01.21 |
| ১০. | নাজনীন আক্তার আলিম<br>সম্পাদক, জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি | 01713-040842<br>nasima.alelder@thp.org | 12.01.2021 |
| ১১ | মোঃ শাহাবুদ্দিন জামান<br>যুগ্মসচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | 01712-003537<br>zaman_62@yahoo.com | 17.01.2021 |
| ১২ | [illegible]<br>মোঃ [illegible]<br>পরিচালক ও সদস্য সচিব (প্রভাব) | 01715089573<br>ark@citeduc.net | 17.01.2021 |
| ১৩ | [illegible] | 01713330552 | ১৭/১/২০২১ |

| ক্রমিক | কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল | ফোন/মোবাইল /ই-মেইল | স্বাক্ষর ও তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১৬ | [illegible] নুরুন্নাহার [illegible] যুগ্মসচিব [illegible] ও [illegible] | 01711-353774 | [illegible] ১৭/১/২০২১ |
| ১৭ | মোঃ [illegible] যুগ্মসচিব [illegible] | 01715221391 | [illegible] ১৭/০১/২০২১ |
| ১৮ | এম. এম. নাহিদা নাজনীন সহকারী প্রধান [illegible] | 01716-989610 | [illegible] ১৭/০১/২০২১ |
| ১৯ | মোহাম্মদ আবুজাফর DS, PD | 01712110212 | [illegible] 17.1.21 |
| ২০ | পাল কর্ম সিনিয়র সহকারী সচিব, LGD | 01712977570 | [illegible] 17.01.21 |
| ২১ | Dr. Farzana Arjumand - Deputy Secretary MoPME | 01741622000 | Farzana. |
| ২২. | মোঃ আবুল কাশেম উপ-পরিচালক | 01711-586062 | [illegible] ১৭/০১/২০২১ |
| ২০. | [illegible] | 01732423553 | [illegible] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |